তাদৃশ সৎসঙ্গ বা মহৎ কৃপা লাভ করিতে পারে নাই, এবম্ভূত জীবগণের শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণমাত্রে তাদৃশত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবৎসাম্মুখ্যের ও ভাগবদনুভবের উপযোগিতা বীজায়মান হইলেও অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত হইলেও কালাদিদোষে অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম, মায়াদি দোষ থাকার জন্য বহির্মুখতার মতই প্রতিহত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রবণ সমকালেই সাম্মুখ্য ও ভগবদনুভবোদ্গম হয় না।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভা-৭।১০।৩৯ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন—হে ভগবান্! বৈকুণ্ঠনাথ! তোমার তত্ত্ব অতি দুর্গম, আমার এই মন তোমার তত্ত্ব নিরূপণে সর্ব্বথাই অসমর্থ; যেহেতু আমার মনটী অসাধু অর্থাৎ তোমার অনুভববহির্মুখ, অথচ তীব্র—দুর্দ্ধর্ষ; কোনও প্রকারে সংযত করিতে পারিতেছি না এবং হর্ষ, শোক ও বাসনায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি তোমার কথাতে প্রীতিলাভ করে না। এতাদৃশ অপরাধদোষদুষ্ট মনে কেমন করিয়া তোমার তত্ত্ববিচার করিতে সমর্থ হইতে পারি? যেহেতু আমি দীন, সর্ব্বসাধন-সম্পত্তিশূন্য। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের এই বাক্যটি যদ্যপি দৈন্যসঞ্চারী হইতে উত্থিত, তথাপি অন্য ভগবদ্বহির্মুখ জীবের পক্ষে ইহা অতি সত্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত রাশি রাশি পাপে হৃদয় মলিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্য বুদ্ধি হয় না এবং সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয় না। অনেক জন্ম-জনিত রাশি রাশি পুণ্যের ফলে মহৎফল-স্বরূপ ভগবৎপ্রেম, ভগবদনুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য সৎসঙ্গ জনিত শাস্ত্রশ্রবণ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব, নিখিল শাস্ত্রোপদেশের অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা এবং প্রয়োজনটী কি—এইপ্রকার অপেক্ষায় শাস্ত্রীয় উপদেশের অবান্তর তাৎপর্য্যে অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই দুইটী উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্র যত যত উপদেশ করিতেছেন, সেই নিখিল উপদেশের মুখ্য তাৎপর্য্য পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দেওয়া। কিন্তু কেবলমাত্র পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের সংবাদ দিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার সাধনটীও উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন তোমার পিতার প্রচুর ধন আছে—এইপ্রকার উপদেশ করিলেই ধন পাওয়া যায় না। সেই ধন কি উপায়ে পাওয়া যায়, সেই উপায়টি জানিবার জন্য স্বতঃই হৃদয়ে একটী আকাঙ্খা জাগিয়া থাকে। এবং সেইসঙ্গে ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজনটী কি, তাহাও জানিবার জন্য একটী বলবতী আকাঙ্খা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে এবং